আসন্ন ইন্টার‍্যাক্টিভ অধ্যায় প্রসঙ্গে সফটওয়্যার স্বপ্নদ্রষ্টা বিল গেটস

আজম মাহমুদ

প্রযুক্তি বিশ্বের বিস্ময় মাইক্রোসফট প্রধান বিল গেটস মনে করেন যে আপনার ধারণার চেয়ে অনেক দ্রুত এসে পড়ছে নতুন ইন্টার‍্যাক্টিভ যুগ। সবার কানে কানে এই বাণী ছড়িয়ে দিচ্ছেন বিল গেটস। গেটস বলছেন আপনার সেবায় নতুন ইন্টার‍্যাক্টিভ যুগের যে বস্তুটি আসছে তা দেখতে আপনার টেলিভিশনের মতই কিন্তু আপনার বাসায় কমপিউটারটির চেয়ে সেটি অনেক শক্তিশালী। এর ওপর ভিত্তি করে বিল গেটসের সাক্ষাৎকারটি পত্রস্থ করা হলো এখানে ঃ

প্রশ্ন ঃ *ইলেক্ট্রনিক সুপারহাইওয়েতে যে সব পণ্য ব্যবহৃত হবে সে সব কোম্পানী খরিদের হিড়িক পরে গেছে। তাদের এই বাজী ধরাটা কি সঠিক?*

গেটস ঃ সব বিনিয়োগই নির্বোধের মত করা হয়নি। আগামী দশক জুড়ে আপনি যেভাবে তথ্য পাবেন সে ক্ষেত্রে একটা মৌলিক পরিবর্তন আসবে। এটা এখন ছায়াছবি, অথবা সংবাদ অথবা সরকারী সংস্থার কোন ফর্ম পূরন যে ক্ষেত্রেই হউক না কেন ১০ বছরের ঠিক কোন সময়টিতে এই পরিবর্তনটা ঘটবে তা কেউই জানে না। কিন্তু তারা জানে যে একটা সুযোগের প্রকোষ্ঠ উন্মোচিত হবেই।

প্রশ্ন ঃ *কমপিউটার শিল্প কি নতুন এই যুগের আগমন সময়কে একটু অতিরঞ্জিত করছে?*

গেটস ঃ মানুষ যা ভাবছে তার চেয়ে অনেক গভীর হবে এটির প্রারম্ভিক প্রয়োগটা। ছায়াছবি, শপিং এবং ভিডিও কনফারেন্সিং-এর এ্যাপ্লিকেশনসমূহ থেকে যে আয় হবে তা এর পেছনে বড় ধরনের বিনিয়োগকে যথার্থ প্রমাণ করবে।

প্রশ্ন ঃ *যে সব কোম্পানী শুরুতেই এই বাজার দখলে ব্যর্থ হবে তারা কি শেষ পর্যন্ত নিঃশেষ হয়ে যাবে?*

গেটস ঃ অসংখ্য বাসাবাড়ীতে শুরুতেই প্রবেশের বাজার মূল্য বেশ লোভনীয়। এটি আবার বহু স্তর বিশিষ্ট জিনিষ। যে লোকটি নেটওয়ার্কটি তৈরী করছে তিনিও এটির অংশ, আবার যে কোম্পানীর সফটওয়্যার দিয়ে নেটওয়ার্কটি চলছে তিনিও এটির অংশ। সর্বোপরি যে সব প্রধান ব্রান্ডের এ্যাপ্লিকেশন দ্বারা উপর থেকে এটি নিয়ন্ত্রিত হবে ঐসব মৌলিক এ্যাপ্লিকেশনের নির্মাতারাও এটির অংশ। ইনফরমেশন হাইওয়ে থেকে যে মুনাফা আসবে তা ভাগাভাগি হয়ে যাবে অনেক কোম্পানীর মধ্যে এবং কেউই আগাম বলতে পারবে না যে সবচেয়ে মূল্যবান ও লাভজনক উপাদানটি কারা নিয়ন্ত্রণ করবে।

প্রশ্ন ঃ *সাধারণ ব্যবহারকারী মানুষরা তাদের জীবনধারায় পরিবর্তনটা কখন দেখতে পাবে?*

গেটস ঃ আমি মনে করি ১৯৯৪-৯৫ সালে এর মহড়া শুরু হয়ে যাবে। ১৯৯৬ ও ১৯৯৭ সালে এটির প্রথম ব্যবহার সাধারণরা দেখতে পাবেন। কোম্পানীসমূহ এক একটা এলাকা ধরবে এবং সেই এলাকার সব ক্রেতাকেই ইন্টার‍্যাক্টিভ সিস্টেম সুবিধা প্রদান করবে। ক্রেতাদের খুব একটা খরচ পড়বে না। এখন তারা যেমন ক্যাবেল টিভির বক্সটি বিনামূল্যে পায় তখনো তারা ইন্টার‍্যাক্টিভ প্রযুক্তির মূল নিয়ন্ত্রক সেই বক্সটিও বিনামূল্যে পাবে। তারা এর মাধ্যমে তাদের ছেলে মেয়েদের শিক্ষকের কাছে বার্তা পাঠাবে অথবা নিজেদের সহমনা মানুষ খুঁজবে মতামত বিনিময়ের জন্য অথবা স্থানীয় বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করবে। তারা যে সব বিষয়ে উৎসাহী সে সব বিষয়ভিত্তিক বুলেটিন বোর্ড তৈরী করবে। এরপর আসবে ১৯৯৮-৯৯ সাল। তখন এমন একটা সময় আসবে যখন মানুষ বলবে 'সেই বাক্সটি না থাকায় আমি যেন বিচ্ছিন্ন জগৎ সংসার থেকে।' আজকের প্রতিটি ক্যাবল টিভি ব্যবহারকারীদের কাছে এই ইন্টার‍্যাক্টিভ যুগের সুবিধা প্রদানের জন্য অনেক বন্ড বিক্রি হবে শেয়ার বাজারে এবং অনেক গর্ত খোঁড়া হবে লাইন বসানোর জন্য পরিপাটি করে।

প্রশ্ন ঃ *আপনি বলেছেন নতুন এই ক্ষেত্রটিতে যুক্তরাষ্ট্রের উচিত হবে বিশ্বকে নেতৃত্ব দেয়া। কেমন করে দখল করবে তারা এই নেতৃত্ব?*

গেটস ঃ বেশ কষ্টসাধ্য কাজ এটিকে করায়ত্ব করাটা। কারণ উদ্যোক্তা পর্যায়ের প্রয়োজনীয় নেতৃত্ব ও সেরা প্রযুক্তিবিদ এক জায়গা নেই। ছড়িয়ে রয়েছে অনেক ছোট ও বড় কোম্পানীতে। যোগাযোগ ও সফটওয়্যার সংশ্লিষ্ট এসব ব্যক্তিবর্গ বেশ উচ্ছ্বসিত এ ব্যাপারে। তারা ঘন ঘন সভায় বসছেন এর ওপর আলোচনা করতে এবং কিভাবে জোট বেঁধে কাজ করা যায় সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য। কিন্তু সরকারী কিছু বিধি নিষেধের ফলে এই জোট এমনভাবে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে যার ফলে জটিল স্তরে পৌঁছানোর উৎসাহ কারোরই থাকবে না। এর ফলে তাদের লাভ এত সীমিত হয়ে পরবে যে অনেকেই শেষ পর্যন্ত এই নতুন বিশ্বে পদক্ষেপের উদ্যোগই পরিত্যাগ করবে। তবে এর সম্ভবনা কম। কারণ রাজনীতিবিদরা বেশ দ্রুত এই নতুন জিনিষটির মূল্য অনুধাবন করবেন এবং সে অনুযায়ী উদ্যোক্তাদের উৎসাহের কর্মসূচী নেবেন।

প্রশ্ন ঃ *জনসাধারণকে এর দিকে প্রলুব্ধ করার জন্য আপনি নিজে কি করছেন?*

গেটস ঃ আমি বেশ জড়িয়ে পরেছি এই সার্ভিস গড়ে তোলার জন্য। কিছু ক্ষেত্রে বর্তমান সার্ভিসকেই স্রেফ উন্নত করতে হবে। একটা ছায়াছবি বাছার কথাটি ধরুন। আপনি দেখতে পাবেন প্রতিটি চলতি ছায়াছবির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, এরপর আপনি নিমেষে জানতে পারেন আপনার বন্ধুরা কি কি ছবি দেখছে। সে সব ছবি সম্পর্কে তাদের সবার মন্তব্য দেখতে পাবেন এর পর এবং আপনি যে ছবিটি বাছাই করবেন নিমিষে আপনার স্ক্রীনে ছবিটি শুরু হবে। এটা বেশ সহজ সরল ব্যাপার। তবে ক্রেতাদের দিক থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংটা বেশ শক্তিশালী এলাকা।

প্রশ্ন ঃ *এই ধারায় শেষ পর্যন্ত কমপিউটারের পরিবর্তে টেলিভিশনই কি মূল ইঞ্জিন হবে।*

গেটস ঃ যে প্রযুক্তি বা বস্তুটির কথা আমরা আলোচনা করছি সেটিতে একটা টিভির সব সুবিধা বিদ্যমান থাকবে। এটার দাম বেশ কম হবে। আপনি আপনার ড্রইংরুমের এক কোনে রেখে এটিকে রিমোট কন্ট্রোল দিয়ে চালাতে পারবেন। কিন্তু এর ভেতর যে চিপগুলো থাকবে তা আজকের কমপিউটারের চেয়ে অনেক শক্তিশালী হবে এর সাথে কি-বোর্ড এবং প্রিন্টার যোগ করলেই আপনি পিসির মতই চালাতে পারবেন এটিকে। তাই এই প্রযুক্তিটির একটা নতুন নাম রাখা দরকার। আমি যদি এটিকে পিসি বলি তবে মানুষ বলবে 'ওটাতো বিশেষ কিছু লোকের জন্য, বেজায় শক্ত ওটি ব্যবহার করা।' যদি বলি এটা টিভি তবে মানুষ মনে করবে এটি একটি আসাড় যন্ত্র।

প্রশ্ন ঃ *তাহলে আপনি এই যন্ত্রটির কি নাম দেবেন?*

গেটস ঃ আমরা এটিকে টিভি/পিসি ডাকবো। আমি নিশ্চিত যে এর চেয়ে অনেক ভালো নাম এসে পড়বে কিছুদিনের মধ্যেই।

প্রশ্ন ঃ *মাইক্রোসফটের ইন্টার‍্যাক্টিভ প্রকল্পের আওতায় কি কাজ চলছে?*

গেটস ঃ ডিজিটাইজড ছায়াছবির মাধ্যমে আমরা এই নতুন নেটওয়ার্ক প্রযুক্তিতে ইতিমধ্যেই প্রবেশ করেছি। আমরা ডাকা মাত্র স্ক্রীনে এসে পড়ে ছায়াছবি এবং আমরা এখন তাদের জন্য সফটওয়্যার তৈরীতে ব্যস্ত রয়েছি যারা বেশ সহজেই সংবাদ এবং তার একটি পণ্যকে এই ইনফরমেশন মহাসড়কে চালাতে চায়।

প্রশ্ন ঃ *আপনি বলছেন যারা এই অধ্যায়ে প্রথম প্রবেশ করবে তারাই সিংহভাগ সুবিধা ভোগ করবে। তার মানে কি এক্ষেত্রে একচেটিয়া সুবিধার ঝুঁকি রয়েছে?*

গেটস ঃ দেখুন, যে একজন একটি নেটওয়ার্কের মালিক সেতো চাইবেই যে এই নেটওয়ার্কে অনেক তথ্যপ্রবাহের সমাবেশ ঘটুক এবং তারা রাজস্বের একটা অংশ লুফে নেবে।

প্রশ্ন ঃ *আপনার প্রতিযোগীরা অভিযোগ করে যে মাইক্রোসফট একচেটিয়াবাদী। কেউ আবার বলছে যে মাইক্রোসফট অন্যায়ভাবে মূল্যহ্রাস করছে বাজার দখল বাড়ানোর জন্য।*

গেটস ঃ একমাত্র একজন প্রতিযোগী মূল্যহ্রাসের এই অভিযোগটা করে এবং সেটি হচ্ছে *নোভেল*। আজকের নেটওয়ার্কিং বাজারের প্রায় ৭০% তাদের দখলে উইন্ডোজ এনটি দিয়ে আমরা তাদের চ্যালেঞ্জ করছি। আমরা এটি তাদের চেয়ে অনেক কম দামে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে একটা মূল্য প্রতিযোগিতা এবং তারা তাদের নিজের পণ্যের দাম কমানোর পরিবর্তে আমাদের Windows NT-র কম মূল্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে চলেছে।

শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ সুযোগ

শিক্ষার্থী ভাই বোনদের বিশেষ অনুরোধে সাড়া দিয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে ডিসেম্বর ১৯৯৩ সংখ্যা থেকে বাংলাদেশের স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, এবং কমপিউটার ট্রেনিং সেন্টারের ছাত্র-ছাত্রীরা একত্রিত হয়ে দুই বা ততোধিক পত্রিকা ডাকযোগে ভিপিপির মাধ্যমে প্রতিসংখ্যা মাত্র ১০ টাকায় পেতে পারেন। পত্রিকা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান বা তাদের মনোনীত যে কোন একজনের ঠিকানায় পাঠানো হবে।

এভাবে যারা পত্রিকা পেতে চান তারা নাম, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম এবং যে ঠিকানায় পত্রিকা পেতে ইচ্ছুক সে ঠিকানা জানিয়ে লিখুন।

শিক্ষার্থীদের কমপিউটারে দক্ষ করে তোলার জন্য কমপিউটার জগৎ প্রকাশনার বইসমূহ

- ডস সহায়িকা
- লোটাস সহায়িকা
- উইন্ডোজ সহায়িকা
- ওয়ার্ডপারফেক্ট সহায়িকা
- ডিবেজ সহায়িকা
- পিসি ট্রাবল শুটিং
- ওয়ার্ড পারফেক্ট সহায়িকা
- ডিটিপি সহায়িকা